এমপি হয়েও মাদ্রাসার বেতন-ভাতা নিচ্ছেন তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান। তিনি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমিরের দায়িত্বও পালন করছেন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও তিনি এখনো খাতা-কলমে কর্মরত রয়েছেন মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদে। সংসদ সদস্য হওয়ার পরে মাদ্রাসা থেকেও নিচ্ছেন বেতন-ভাতা। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মাদ্রাসা থেকে অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি ছুটি নেননি, এমনকি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকেও মাসের পর মাস বেতন ও ভাতা নিচ্ছেন। এনিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ চলছে শিক্ষক ও কমিটির সদস্যদের মাঝে।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সহকারী মৌলভী বর্তমান সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান মানিক নগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের আংশিক বেতন, মার্চ ও এপ্রিল মাসের পুরো বেতন নিয়েছেন। এর সাথে পেয়েছেন মার্চ মাসে ঈদুল ফিতরের বোনাস এবং এপ্রিলে পেয়েছেন বৈশাখি ভাতা।

মাদ্রাসার হাজিরা খাতা দেখে জানা গেছে, তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত রয়েছেন। বেতন শিটে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর স্বাক্ষর করতে হলেও তাঁর স্বাক্ষর তাঁর অনুপস্থিতেই কেউ করে দিচ্ছেন। এ নিয়ে মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিও।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা (২০২৫) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুযায়ী, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী যদি অন্য কোনো লাভজনক পদে বা পূর্ণকালীন চাকরিতে নিয়োজিত হন, তবে তার এমপিও সুবিধা স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়। সংসদ সদস্য পদটি একটি পূর্ণকালীন ও লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হয়। তাই নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষকতা পেশায় সক্রিয় থেকে বেতন নেওয়া আইনত জটিল।

একই নীতিমালার ৪.২৪(২) ধারায় বলা হয়েছে, কোন শিক্ষক ৬০ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তার এমপিও স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে

যাবে।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো শিক্ষক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, তবে তাকে সাধারণত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিতে হয়। এই সময়ে তিনি শিক্ষক হিসেবে কোনো বেতন-ভাতা পাবেন না, তবে তার চাকরির সিনিয়রিটি বা পদ বহাল থাকতে পারে।

জানা গেছে, নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে তাজ উদ্দিন খান রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট বেতন, নির্বাচনি এলাকা ভাতা, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই সুবিধাগুলো শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্য ভাতার চেয়ে অনেক বেশি বা লাভজনক।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর থেকে তাজ উদ্দিন খান ঠিকমত মাদ্রাসায় হাজিরা দেন না। মাঝে মধ্যে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে যেতেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরু হলে তিনি তখন একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ছুটি না নিয়ে বেতন তুলছেন। চলতি মে মাস থেকে সেই প্যারা শিক্ষকও আর আসেন না। ফলে তাঁর ক্লাসগুলো অন্যান্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত নিতে হচ্ছে। তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ায় কেউ তাকে নিয়ে কথা বলতে পারেননা। কিন্তু মাদ্রাসা কতৃপক্ষ তাকে বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে মাদ্রসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, ‘এ মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে কয়েকবার বলেছি ছুটি নিতে অথবা শিক্ষা অধিপ্তর থেকে তার পক্ষে কোন নির্দেশনা নিয়ে আসতে । তারপরও তিনি ছুটি নেননি। তিনি না আসলেও তার বেতন -ভাতা দিতে হচ্ছে।’ তাজ উদ্দিন খানের পরবর্তিতে যদি অন্য কোন শিক্ষক এমন করতেন তবে কি করতেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।’

মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আহমদ আলী বলেন, ‘এমপি তাজউদ্দিন খানের বিষয়ে আমি গত মিটিংয়ে প্রিন্সিপালকে বলেছি, একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকবে আর আমি বেতন শিটে সই করবো তা হবে না। সরকারি টাকা এভাবে নষ্ট করলে কৈফিয়ত দেবে কে?’ আমি এপ্রিল মাসেও সই করেছি কিন্তু মে মাসের বেতনে সই করবো না বলে জানিয়ে দিয়েছি।’

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)

মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ বলেন, এমপিও ভুক্ত কোন শিক্ষক সরকারের দুই কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা উত্তোলণ করতে পারবেন না। মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, আমি অধ্যক্ষকে বলেছি আপনি এ বিষয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের মহাপরিচালক, এমনকি শিক্ষা সচিব মহোদয়ের কাছে থেকে মতামত নিয়ে তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।’

তবে এ বিষয়ে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘ নির্বাচনের পরপরই রোযার ছুটিতে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলো, তারপরপরই আবার সংসদ অধিবেশন শুরু হয়ে গেলো। যে কারণে মাদ্রাসা কমিটির সাথে আমার বসার সুযোগ হয়নি। আমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বলেছি আমার বেতন চালু থাক। আমি বেতন তুলে রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা দিয়ে দেব, যার স্লিপ মাদ্রাসায় থাকবে।

তিনি আরো বলেন, বেতন বন্ধ হয়ে গেলে পুনরায় বেতন চালু করা কষ্ট হয়ে যায়, এ জন্য এ কথা বলেছি। গত তিন মাসের বেতনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অধিদপ্তর যদি বলে উত্তোলণকৃত টাকা জমা দিতে হবে আমি জমা দিয়ে দেব। এবং যদি অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার বিধান থাকে তবে অধিদপ্তরের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনে ছুটি নেব।’

উল্লেখ্য, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা । প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩০ জন। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় ২৭ জন অংশ নিয়ে পাশ করেছেন ১৩ জন, কেউ জিপিএ ৫ পায়নি।

মেহেরপুরে অবৈধ অস্ত্রের শংকা, প্রার্থীদের প্রচারনায় সরগরম

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বড় ধরনের শংকা থেকেই যায়। সেই সাথে তিনি শতভাগ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশা ব্যাক্ত করে বলেন, মেহেরপুরের কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও শিক্ষার উন্নয়ন করতে চান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মওলানা তাজ উদ্দিন বলেন, মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা।

ভারত থেকে বিভিন্ন সময় অস্ত্র আসছে এমন কথা শুনছি। যেহেতু অনেক আগ্নেয়াস্ত্র প্রশাসন উদ্ধার করেছে। এতে আমাদের মধ্যে শংকা তৈরী হয়েছে। প্রশাসনকে আরও বেশি তৎপরতা না দেখালে নির্বাচনে শংকা থাকবে।

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সাংসদ আমজাদ হেসেনের মধ্যেও রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের শংকা। এছাড়াও মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, অস্ত্রৈর ঝঞ্ঝনানি থামাতে না পারলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং ভোট কেন্দ্রে ভেঅটার উপস্থিতি কমবে ।

তবে সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে এমন প্রার্থীকে ভোট দিতে চান সীমান্ত এলাকার ভোটাররা।

অনলাইন জুয়া বন্ধ ও মাদক দুর্নীতিমুক্ত মেহেরপুর চান নতুন ভোটাররা। সার কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম কমাবে এমন সরকার চান সাধারণ ভোটাররা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার বলেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও নির্বাচনে আইন শৃংখলা রক্ষায় প্রশাসন মাঠে কাজ করছে এবং অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ সোচ্চার রয়েছে এবং অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটানিং কর্মকর্তা ড: সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে এবং যাদের বিরুদ্ধে রেকর্ড খারাপ আছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড: সৈয়দ এনামুল কবীর।

মেহেরপুরের দুটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা-৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন। হিজড়া ভোটার ৬ জন এবং নতুন ভোটারের সংখ্যা ৩১ হাজার ৭১৪ জন।

আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে

প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মেহেরপুর-মুজিবনগরে আবারও শোনা যাচ্ছে পরিচিত সব প্রতিশ্রুতি, চাকরি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও আধুনিক উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত দেড় যুগে এই এলাকার বাস্তবতায় কী বদলেছে, আর কোন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে? সরেজমিন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেহেরপুর ও মুজিবনগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রধানত অবকাঠামোকেন্দ্রিক। সড়ক, ভবন, প্রশাসনিক স্থাপনা ও স্মৃ়সৌধ উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

ভোট প্রদানের জন্য।

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। স্মৃতিসৌধকেন্দ্রিক আয়োজন বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিনে সীমাবদ্ধ। নিয়মিত পর্যটন অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও স্থায়ী রূপ পায়নি। এই বাস্তবতার আলোকে ভোটারদের প্রশ্ন বদলেছে। তারা জানতে চাইছেন— আগের প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, নতুন প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপরেখা কী এবং কোন সময়ে কত কর্মসংস্থান হবে। মুজিবনগরের ভোটারদের কাছে এবারের নির্বাচন তাই আবেগের নয়, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা। ইতিহাসের গৌরব নয়, তারা এখন চাইছে বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, কাজ, আয় ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

মেহেরপুরের দুটি আসনে নেই নারী প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাকি আর মাত্র এক মাস। নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী, ভোটার সকলেই অপেক্ষা করছে একটি উৎসবের।

পুরুষ ভোটারদেরও পাশাপাশি নারী ভোটাররাও মুখিয়ে আছেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জহুরা তাজউদ্দিন নামের এক নারী আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ভোট করেছিলেন।

কিন্তু তিনি মেহেরপুরের স্থানীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয় নেতা সৈয়দ তাজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী। এছাড়া ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেলিনা আক্তার বাণুকে মেহেরপুর এলাকার সংরক্ষিন নারী সদস্য করা হয়। এর আগে বা পরে আর কোন নারী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করেননি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থ্যান সৃষ্টি হয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় সবক্ষেত্রে বৈষম্যহীন

দেশ গড়ার অঙ্গিকার নিয়ে। অথচ দেশের সবচেয়ে বড় একটি নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে নেই কোনো নারী প্রার্থী। নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার মত কোন নেত্রী কি রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি করতে পারেনি, না কি নারীদের পিছনে রেখে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যে কারণ তার এখনো অজানা নারীদের কাছে।

মেহেরপুরের রাজনীতিতে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াত এ দুটি দল মূল লড়াইয়ে মাঠে রয়েছে। দুটি দলেরই নারী সংগঠণ রয়েছে। যারা দলের জন্য তৃণমূল নারীদের কাছে, ভোটরদের কাছে দলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সবক্ষেত্রে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু প্রার্থীতার ক্ষেত্রে বৈষম্য রাখা হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, জেলার তিন উপজেলায় দুটি সংসদ আসন। সদর ও মুজিবনগর মিলে মেহেরপুর—১ এবং গাংনী উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর—২ গঠিত। মেহেরপুর —১ আসনে পুরুষ ভোটার ১৫৭৮৯০, নারী ভোটার ১৫৯০৮২ । মেহেরপুর—২ আসনে পুরুষ ভোটার ১৩৫০৮৭, নারী ভোটার ১৩৫৬১৫ । দুটি আসনেই নারী ভোটার বেশি। নারী ভোটারদের ভোটেই নির্ধারিত হবে প্রার্থীদের ভাগ্য। অথচ নারী ভোটার বেশি হলেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়নি এ জেলায়।

এ বিষয়ে কথা হয় নারী উদ্যোক্তা ও সাহিত্যিক সুখী ইসলামের সাথে, তিনি বলেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় অনেকেই মনে করেন রাজনীতি নারীদের জায়গা নয়। একজন নারী রাজনীতিতে এলে তার যোগ্যতার চেয়ে তার ব্যক্তিজীবন, চলাফেরা ও চারিত্রিক বিষয় বেশি আলোচনায় আসে। রাজনীতি মানেই সময়, ঝুঁকি ও সংঘাত। এই বাস্তবতায় অনেকের পরিবার নারীদের রাজনীতিতে আসতে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতাও রয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যয় বহন করা এবং সহিংস পরিবেশ মোকাবিলা করা অনেক নারীর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেও রয়েছে দলীয় মনোনয়নে বৈষম্য।’

সুখী ইসলাম আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত যাকে ‘জেতার সম্ভাবনাময়’ মনে করে, তাকেই প্রার্থী দেয়। নারী প্রার্থী কম মানে নারীরা অযোগ্য এমনটা কখনোই নয়। সমস্যা হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এখনো নারীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। যদি রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় মনোনয়নে নারীদের অগ্রাধিকার দেয় এবং নিরাপদ ও সম্মানজনক রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে তাহলে তৃণমূল থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।’

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন নেছা নয়ন বলেন, ‘রাজনীতি হচ্ছে কৌশলগত অবলম্বন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়। সে যায়গা থেকে আমরা নারীরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংসারিক পিছুটানের কারণের নারীরা রাজনীতি অংশ নিতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছেন। তবে আমার দল এবং আমারা নেতারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। আমি আশাবাদি আগামীতে নারী সকল পযর্যায়ের নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করবে।’

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রতি অবিচার করছে। পাঁচ শতাংশ রাজনীতির মাঠ থেকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়েছে পৌষ্য কোটা থেকে। শ্রম, মেধা এবং সংসারের পিছুটান ফেলে এখন অনেক নারীই রাজনীতিতে আসছেন। আমার দলই না কোনদলই নারীদের সেভাবে মূল্যায়ন করছে না। আমার দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান নারীদের নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করছেন শুনেছি, আশা করি আগামীতের নারীরা নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে।’

রোমানা আরও বলেন, ‘একজন পুরুষকে যেভাবে সামনে যায়গা করে দেওয়া হয়, নারীদের সেভাবে যায়গা করে দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজনীতে নারীদের সাথে বৈষম্য করা হচ্ছে।’

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘মহিলারা যেহেতু মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, সে হিসেবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব গুরত্বপূর্ণ। তাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন আছে তবে এটা বাড়ানো দরকার এবং প্রতিনিধিত্ব করাতে পারলে মহিলাদের অধিকার আদায় সহজ হবে।’

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘শুধু নারী নেতৃত্ব নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুর সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছি। আস্তে আস্তে সেগুলো আমাদের মেয়েরা কাটিয়ে উঠছে। এখন অনেকেই রাজনীতিতে এগিয়ে আসছে। আমাদের দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা সংস্কারের অন্যতম সংস্কার হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি।’

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উপাধাক্ষ ও গবেষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘বৈষম্যহীন ও অন্তভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে হলে নারীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যায়গা করে দিতে হবে। আরপিও অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ৩০ শতাংশ নারী প্রার্থীকে নেতৃত্ব

করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এছাড়া গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যমূলক সমাজ গঠণ করা যাবে না।’

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির ৬ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে আপিল করে নতুন করে বৈধ হয়েছেন এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা।

কোন পেশীশক্তি নির্বাচন বিঘ্নিত করতে পারবে না

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেশীশক্তি মোকাবেলা ও কোন অপশক্তি যাতে নির্বাচন বিঘ্নিত না করতে পারে সে ব্যাপারে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়াস্থ সার্কিট হাউস এলাকায় পরিবেশ বান্ধব ফলের বাগান ও সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার আরো বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহনযোগ্য, সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপুর্ণ করতে সম্ভব সব কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আইনকানুন ও প্রণীত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

এ সময় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবীসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেন, ঝিনাইদহের মানুষ বেশি আবেগপ্রবণ। তবে তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি আশা করেন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল করতে জেলার মানুষ শতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসবেন।

কোন আসনে কে হলেন বিএনপি প্রার্থী

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছে বিএনপি। আজ সোমবার বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নাম ঘোষণা করেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে লড়বেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) -এর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা

খুলনা বিভাগ

মেহেরপুর-১: মাসুদ অরুন

মেহেরপুর-২: মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

কুষ্টিয়া-১: রেজা আহমদ

কুষ্টিয়া-২: রাগীব রউফ চৌধুরী

কুষ্টিয়া-৩: মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকার

কুষ্টিয়া-৪: সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি

চুয়াডাঙ্গা-১: মোহাম্মদ শরিফুজ্জামান

চুয়াডাঙ্গা-২: মাহমুদ হাসান খান

ঝিনাইদহ-১: (শৈলকুপা) (হোল্ড করা আছে)

ঝিনাইদহ-২: (হোল্ড করা আছে)

ঝিনাইদহ-৩: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান

ঝিনাইদহ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

যশোর-১: মোহাম্মদ মাফিদুল হাসান তৃপ্তি

যশোর-২: মোহাম্মদ সাবিরা সুলতানা

যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

যশোর-৪: টি এস আইয়ুব

যশোর-৫: (হোল্ড করা আছে)

যশোর-৬: কাজী রওনকুল ইসলাম

মাগুরা-১: মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন

মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী

নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম

নড়াইল-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-১: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-৩: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-১: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-২: নজরুল ইসলাম মঞ্জু

খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল

খুলনা-৪: আজিজুল বারী হেলাল

খুলনা-৫: মোহাম্মদ আলী আসগর

খুলনা-৬: মনিরুল হাসান বাপ্পি

সাতক্ষীরা-১: হাবিবুল ইসলাম হাবিব

সাতক্ষীরা-২: আব্দুর রউফ

সাতক্ষীরা-৩: কাজী আলাউদ্দিন

সাতক্ষীরা-৪: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

রংপুর বিভাগ

পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ

পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ

ঠাকুরগাঁও-১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (নিজে)

ঠাকুরগাঁও-২: (পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে)

ঠাকুরগাঁও-৩: (পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল উপজেলা) মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাহিদ

দিনাজপুর-১: মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম

দিনাজপুর-২: মোহাম্মদ সাদিক রিয়াজ

দিনাজপুর-৩: (দিনাজপুর সদর) বেগম খালেদা জিয়া

দিনাজপুর-৪: মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান মিয়া

দিনাজপুর-৫: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

দিনাজপুর-৬: অধ্যাপক এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন

নীলফামারী-১: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

নীলফামারী-২: এইচ এম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ রুবেল

নীলফামারী-৩: (হোল্ড করা হয়েছে)

নীলফামারী-৪: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সরকার

লালমনিরহাট-১: মোহাম্মদ হাসান রাজিব প্রধান

লালমনিরহাট-২: (হোল্ড করা হয়েছে)

লালমনিরহাট-৩: আসাদুল হাবিব দুলু

রংপুর-১: মোকাররম হোসেন সুজন

রংপুর-২: মোহাম্মদ আলী সরকার

রংপুর-৩: শামসুজ্জামান শামু

রংপুর-৪: মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা

রংপুর-৫: মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

রংপুর-৬: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-১: সাইফুল ইসলাম রানা

কুড়িগ্রাম-২: মোহাম্মদ সোহেল হোসেন

কুড়িগ্রাম-৩: তাজুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-৪: মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

গাইবান্ধা-১: খন্দকার জিয়াউল ইসলাম (মোহাম্মদ আলী)

গাইবান্ধা-২: আনিসুজ্জামান খান বাবু

গাইবান্ধা-৩: (সাদুল্লাপুর) অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাইনুল হাসান সাদিক

গাইবান্ধা-৪: মোহাম্মদ শামীম কায়সার

গাইবান্ধা-৫: মোহাম্মদ ফারুক আলম সরকার

রাজশাহী বিভাগ

জয়পুরহাট-১: মোহাম্মদ মাসুদ রানা প্রধান

জয়পুরহাট-২: আব্দুল বারী

বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম

বগুড়া-৩: আব্দুল মহিত তালুকদার

বগুড়া-৪: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন

বগুড়া-৫: মোহাম্মদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ

বগুড়া-৬: তারেক রহমান

বগুড়া-৭: বেগম খালেদা জিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ

নওগাঁ-১: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

নওগাঁ-২: মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা খান

নওগাঁ-৩: মোহাম্মদ ফজলে হুদা বাবুল

নওগাঁ-৪: ইকরামুল বারী টিপু

নওগাঁ-৫: (হোল্ড করা আছে)

নওগাঁ-৬: মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম

রাজশাহী-১: মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন

রাজশাহী-২: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু

রাজশাহী-৩: মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন

রাজশাহী-৪: ডিএমডি জিয়াউর রহমান (সম্ভবত এ্যাড. জিয়াউর রহমান)

রাজশাহী-৫: অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ

নাটোর-১: ফারজানা শারমিন

নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু

নাটোর-৩: (হোল্ড করা আছে)

নাটোর-৪: মাহমুদ আব্দুল আজিজ

সিরাজগঞ্জ-১: (হোল্ড করা আছে)

সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু

সিরাজগঞ্জ-৩: ভিপি আইনুল হক

সিরাজগঞ্জ-৪: (উল্লাপাড়া) এম আকবর আলী

সিরাজগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম খান

সিরাজগঞ্জ-৬: এম এ মুহিত

পাবনা-১: (হোল্ড করা আছে)

পাবনা-২: এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব

পাবনা-৩: মোহাম্মদ হাসান জাফির তুহিন

পাবনা-৪: হাবিবুর রহমান হাবিব

পাবনা-৫: মোহাম্মদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা-১: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোল্লা

বরগুনা-২: নুরুল ইসলাম মনি

পটুয়াখালী-১: এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী-২: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৩: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৪: (কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলা) এবিএম মোশারফ হোসেন

ভোলা-১: গোলাম নবী আলমগীর

ভোলা-২: মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম

ভোলা-৩: মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম

ভোলা-৪: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন

বরিশাল-১: জহিরউদ্দিন স্বপন

বরিশাল-২: সরদার সাইফুদ্দিন আহমেদ সান্টু

বরিশাল-৩: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

বরিশাল-৪: মোহাম্মদ রাজিব হাসান

বরিশাল-৫: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সারোয়ার

বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান

ঝালকাঠি-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো

পিরোজপুর-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

পিরোজপুর-২: আহমেদ সোহেল মঞ্জুর

পিরোজপুর-৩: মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলাল

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

টাঙ্গাইল-১: (মধুপুর) ফকির মাহবুব আলম স্বপন

টাঙ্গাইল-২: আব্দুস সালাম পিন্টু

টাঙ্গাইল-৩: এ এস এম ওবায়দুল হক নাসির

টাঙ্গাইল-৪: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মতিন

টাঙ্গাইল-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

টাঙ্গাইল-৬: রবিউল আউয়াল লাবলু

টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল-৮: আহমেদ আজম খান

জামালপুর-১: এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত

জামালপুর-২: সুলতান মাহমুদ বাবু

জামালপুর-৩: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল

জামালপুর-৪: মোহাম্মদ ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম

জামালপুর-৫: মোহাম্মদ ওয়ারেস আলী মামুন

শেরপুর-১: সানসিলা জেবরিন

শেরপুর-২: মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী

শেরপুর-৩: মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল

ময়মনসিংহ-১: সৈয়দ ইমরান সালেহ

ময়মনসিংহ-২: মোতাহার হোসেন তালুকদার

ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসেন

ময়মনসিংহ-৪: (আপাতত স্থগিত, পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-৫: মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ময়মনসিংহ-৬: মোহাম্মদ আখতারুল আলম

ময়মনসিংহ-৭: ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

ময়মনসিংহ-৮: লুৎফুল্লাহেল মাজেদ

ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খান চৌধুরী

ময়মনসিংহ-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-১১: ফখরুদ্দিন আহমেদ

নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

নেত্রকোনা-২: মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক

নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হিলালী

নেত্রকোনা-৪: মোহাদ্দুজা বাবর (সম্ভবত মোদারেস বাবর)

নেত্রকোনা-৫: আবু তাহের তালুকদার

কিশোরগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-২: অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

কিশোরগঞ্জ-৩: ডক্টর ওসমান ফারুক

কিশোরগঞ্জ-৪: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-৬: মোহাম্মদ শরিফুল আলম

মানিকগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মানিকগঞ্জ-২: মাইনুল ইসলাম খান

মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খান রিতা

মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

মুন্সিগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান সিনহা

মুন্সিগঞ্জ-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১: খন্দকার আবু আশফাক

ঢাকা-২: আমানউল্লাহ আমান

ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

ঢাকা-৪: তানভীর আহমেদ রবিন

ঢাকা-৫: নবিউল্লাহ নবী

ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন

ঢাকা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

ঢাকা-৯: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১১: এম এ কাইয়ুম

ঢাকা-১২: সাইফুল আলম নীরব

ঢাকা-১৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৪: সাজিদা ইসলাম তুলি

ঢাকা-১৫: শফিকুল ইসলাম খান

ঢাকা-১৬: আমিনুল হক

ঢাকা-১৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৮: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৯: ডাক্তার দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

ঢাকা-২০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-২: মনজুরুল করিম রনি

গাজীপুর-৩: অধ্যাপক ডাক্তার এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুর-৪: শাহ রিয়াজুল হান্নান

গাজীপুর-৫: ফজলুল হক মিলন

নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন

নরসিংদী-২: ডক্টর আব্দুল মঈন খান

নরসিংদী-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নরসিংদী-৪: সরদার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন

নরসিংদী-৫: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন বকুল

নারায়ণগঞ্জ-১: মোস্তাফিজুর রহমান ভুইয়া দীপু

নারায়ণগঞ্জ-২: নজরুল ইসলাম আজাদ

নারায়ণগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম মান্নান

নারায়ণগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নারায়ণগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান

রাজবাড়ী-১: আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম

রাজবাড়ী-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-২: শামা ওবায়েদ ইসলাম

ফরিদপুর-৩: নায়াব ইউসুফ আহমেদ

ফরিদপুর-৪: শহিদুল ইসলাম বাবুল

গোপালগঞ্জ-১: মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান মোল্লা

গোপালগঞ্জ-২: ডাক্তার কে এম বাবর আলী

গোপালগঞ্জ-৩: এস এম জিলানী

মাদারীপুর-১: কামাল জামান মোল্লা

মাদারীপুর-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান

শরীয়তপুর-১: সাইয়েদ আহমেদ আসলাম

শরীয়তপুর-২: শফিকুর রহমান কিরণ

শরীয়তপুর-৩: মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু

সিলেট বিভাগ

সুনামগঞ্জ-১: আনিসুল হক

সুনামগঞ্জ-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ কায়সার আহমেদ

সুনামগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৫: কালিমুদ্দিন মিলন

সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী

সিলেট-২: মোসাম্মৎ তাহসিনা রুশদীর

সিলেট-৩: মোহাম্মদ আব্দুল মালেক

সিলেট-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৬: ইমরান আহমেদ চৌধুরী

মৌলভীবাজার-১: নাসিরউদ্দিন আহমেদ মিঠু

মৌলভীবাজার-২: শওকত হোসেন শকু (সম্ভবত নাসের রহমান)

মৌলভীবাজার-৩: নাসের রহমান

মৌলভীবাজার-৪: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী

হবিগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

হবিগঞ্জ-২: আবু মনসুর শাখাওয়াত হাসান জীবন

হবিগঞ্জ-৩: আলহাজ্ব মোহাম্মদ জি কে গউছ

হবিগঞ্জ-৪: এস এম ফয়সাল

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: এম হান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: খালেদ হোসেন মাহবুব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে, অর্থাৎ অন্য দল থাকলে তারা ঘোষণা করবেন)

কুমিল্লা-১: ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসাইন

কুমিল্লা-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৩: কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন কায়কোবাদ

কুমিল্লা-৪: মনজুরুল ইসলাম মুন্সী

কুমিল্লা-৫: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

কুমিল্লা-৬: মোহাম্মদ মনিরুল হক চৌধুরী

কুমিল্লা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের

কুমিল্লা-৯: মোহাম্মদ আবুল কালাম

কুমিল্লা-১০: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর ভূঁইয়া

কুমিল্লা-১১: মোহাম্মদ কামরুল হুদা

চাঁদপুর-১: আনম এহসানুল হক মিলন

চাঁদপুর-২: মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ হোসেন

চাঁদপুর-৪: মোহাম্মদ হারুন রশিদ

চাঁদপুর-৫: মোহাম্মদ মমিনুল হক

ফেনী-১: বেগম খালেদা জিয়া

ফেনী-২: জয়নাল আবেদীন

ফেনী-৩: আব্দুল আউয়াল মিন্টু

নোয়াখালী-১: ব্যারিস্টার এস মাহবুব উদ্দিন

নোয়াখালী-২: জয়নাল আবদিন ফারুক

নোয়াখালী-৩: মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ বুলু

নোয়াখালী-৪: মোহাম্মদ শাহজাহান

নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

নোয়াখালী-৬: মাহমুদুর রহমান শামীম

লক্ষ্মীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

লক্ষ্মীপুর-২: মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভুইয়া

লক্ষ্মীপুর-৩: শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

লক্ষ্মীপুর-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১: নুরুল আমিন চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম-২: সরোয়ার আলমগীর

চট্টগ্রাম-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৪: কাজী সালাউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৭: উম্মাম কাদের চৌধুরী (সম্ভবত গিয়াস কাদের চৌধুরী)

চট্টগ্রাম-৮: এরশাদুল্লাহ

চট্টগ্রাম-৯: (সংশোধন: পরে ঘোষণা করা হবে, হোল্ড)

চট্টগ্রাম-১০: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

চট্টগ্রাম-১১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১২: মোহাম্মদ এনামুল হক

চট্টগ্রাম-১৩: সারওয়ার জামাল নিজাম

চট্টগ্রাম-১৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১৬: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা

কক্সবাজার-১: সালাউদ্দিন আহমেদ

কক্সবাজার-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কক্সবাজার-৩: লুৎফুর রহমান কাজল

কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী

খাগড়াছড়ি: আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া

রাঙ্গামাটি: দীপেন দেওয়ান

বান্দরবান: সাচিং প্রু

তালিকা দেখুনের নিচের লিঙ্কে

202511031953 BNP.pdf – Google Drive

নিষেধাজ্ঞা সত্বেও মেহেরপুরের রাস্তায় মোটরসাইকেলের অবাধ বিচরণ

মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও অবাধে চলছে মোটরসাইকেল। কেউ মানছে না এ নিষেধাজ্ঞা।

আজ শনিবার (৬ জানুয়ারী) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই অবাধে মোটরসাইকেল চলাচল করতে দেখা যায়। এমনকি সমগ্র জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে দিনব্যাপ চলাচল করেছে মোটরসাইকেল। এমন অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।



উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে ৬ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকে ৮ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাইকেলসহ অন্যান্য যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিলো, নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক ও কতিপয় জরুরি

কাজ, যেমন– অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত যান চলাচলের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

মেহেরপুর-২ আসনের নৌকা প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের কারনে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক সাগরকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি । আগামী মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রবিবার ৩১ ডিসেম্বর মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমান এই শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে শোকজে বলা হয়েছে, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর-০২ (গাংনী উপজেলা) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর পরিচালিত গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ এ্যাডভান্স মেডিকেয়ার লিমিটেডে অর্থ ব্যয় করে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেন। এবং অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে রোগীদেরকে ফ্রি সেবার নামে প্রেসক্রিপশনের অপর পৃষ্ঠায় নির্বাচনি পোষ্টার ব্যবহার করে ভোটারদের অবৈধ ভাবে প্রভাবিত করে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা লঙ্ঘন করায় তাকে শোকজ করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

মেহেরপুরে আঃলীগের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক কমিটির অনুমোদন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক উপ-কমিটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।

বুধবার ১৩ ডিসেম্বর রাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খুলনা বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক পারভিন জামান কল্পনা স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

ইতোপূর্বে গত ১৭ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ১৫ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয় উপ-কমিটি। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক উপ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অ্যাম্বাসেডর মো. জিয়া উদ্দিনকে এবং দলের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়েশা খান এ উপ-কমিটির সদস্য সচিব।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খুলনা বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক পারভিন জামান কল্পনা স্বাক্ষরিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটিতে রয়েছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম রেজা এবং অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য তানভীর শাওন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মতিন, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আকবর জালাল, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আতিয়ার রহমান হীরা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা তূর্য বিশ্বাস ও আব্দুস সামাদ সোহাগ, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি রাজিব, বামুন্দি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি জিয়ারুল হক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা রানা নাঈম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা